পর্যটন বাজার, পণ্য ও বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ভূমিকা:

পর্যটন শিল্প বিশ্বে একটি বহুমাত্রিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ শিল্প বর্তমান বিশ্ব অর্থণীতির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এ শিল্প প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া তাদের অর্থনীতি অধিকাংশই পর্যটন খাত দ্বারাই প্রভাবিত। পর্যটন নির্ভর অর্থনীতির দেশসমূহ তাদের অনন্য পর্যটন পণ্য ও আকর্ষণ নিয়ে বিশ্ব পর্যটন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান করেছে। অতএব পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সঠিক পর্যটন পণ্য ও আকর্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং সঠিকভাবে এর উপস্থাপন।

পর্যটন পণ্য:

পর্যটন পণ্য বলতে বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ এবঙ্গ এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবাকে বুঝিয়ে থাকে। পর্যটন আকর্ষণ প্রাকৃতিক গন্তব্য বা স্থাপনা হতে পারে একই সাথে মানবসৃষ্ট গন্তব্য বা স্থাপনা হতে পারে।
বোঝা

পর্যটন পণ্যের বাজার:

অর্থনীতির ভাষায় বাজার বলতে ক্রেতা বিক্রেতার মিলনস্থান যেখানে দরকষাকষির মাধ্যমে পনের দাম নির্ধারণের মাধ্যেমে পণ্য বিনিময় হয়ে থাকে। পর্যটন পণ্যের বাজার বলতে একটি নির্দিষ্ট দেশ, অঞ্চল, জাতিগোষ্টীকে বোঝায় যাদের নিকট পর্যটন পণ্যের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উপস্থাপন করা হয় এবং সেসব স্থানে ভ্রমণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। একটি দেশ তাদের পর্যটন পণের বাজার সেদেশে অবস্থিত পর্যটন পণের ধরণ অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে। পর্যটন পণ্যের বহুমুখিতার উপর নির্ভর করে নিম্নবর্ণিত ধরণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

- প্রত্নতাত্বিক আকর্ষণ
- লাইফ স্টাইল
- ন্যাচার বেইজড আকর্ষণ
- মাইচ (MICE)
- এডভেঞ্চার আকর্ষণ
- স্পোর্টস বেইজড আকর্ষণ
- ইকো বেইজড পণ্য
- ওয়াইল্ড লাইফ

বাংলাদেশে পর্যটন পণ্যের ধরণ অনুসারে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত দেশসমূহকে টার্গেট মার্কেট হিসেবে বিবেচনা করে এবং এসকল দেশে পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১। ভারত
২। চীন

৩। ইতালি

৪। জাপান

৫। দক্ষিণ কোরিয়া

৬। যুক্তরাজ্য

৭। যুক্তরাষ্ট্র

বর্তমান করোনা মহামারীর কারনে বিশ্বে পর্যটন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা করে টার্গেট মার্কেটে প্রবেশ ও সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন নতুন পর্যটন বাজার খুজে বের করতে হবে এবং বিদ্যমান বাজারসহ নতুন বাজারে আকর্ষণীয় ও উদ্ভাবনমূখী বিপণন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দূরত্ব বিবেচনায় দুই ধরণের পর্যটন বাজার বিদ্যমান রয়েছে।

১। স্বল্প দূরত্বের পর্যটন বাজার

২। দীর্ঘ দূরত্বের পর্যটন বাজার

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা দীর্ঘ দূরত্বের চেয়ে স্বল্প দূরত্বের বাজারের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা সমীচীন হবে। বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য স্বল্প দূরত্বের বাজারের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দেশকে নির্বাচন করা যেতে পারে।

১। ভারত

২। থাইল্যান্ড

৩। নেপাল

৪। ভুটান

৫। শ্রীলংকা

৬। সিঙ্গাপুর

৭। চীন

৮। জাপান

৯। দক্ষিণ কোরিয়া

বিশেষ করে বাংলাদেশে স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প সময়ে যেসব দেশ হতে ভ্রমণ করা যায় সেসকল দেশকে নির্বাচন করা যেতে পারে। এছাড়া সরাসরি বিমান যোগাযোগ রয়েছে এমন দেশসমূহকে নতুন বাজারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

<u>নতুন পর্যটন পন্য প্রস্তুত:</u>

বাংলাদেশ পর্যটন আকর্ষণ সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। বাংলাদেশে পর্যটককে আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের গন্তব্য ও আকর্ষণ রয়েছে। এছাড়া এ দেশের মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তা পর্যটককে মুগ্ধ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান কতিপয় পর্যটন পণ্য নিম্নে প্রদান করা হলো।

১। সুন্দরবন

২। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

৩। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

৪। সিলেটের চা বাগান

৫। আহসান মঞ্জিল
৬। লালবাগ কেল্লা
৭। লাইফস্টাইল
৮। বাংলাদেশের সাংস্কৃতি
৯। কান্তজিউ মন্দির
১০। ভাসমান বাজার
১১। পার্বত্য চট্রগ্রাম
১২। প্যাডেল স্টিমার

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান পর্যটন পণ্যসমূহ নতুন আঙ্গিকে পর্যটকদের নিকট উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশে বিদ্যমান পর্যটন পণ্যসমূহ অনেকটা এলোমেলো অবস্থায় আছে। এছাড়াও নতুন কিছু পর্যটন গন্তব্য নতুনভাবে পর্যটকদের নিকট উপস্থাপন করা যায়।

নতুন পর্যটন পন্য	বর্ণনা	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
Harmony Village of Bangladesh	পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও খাবার প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে "Harmony Village of Bangladesh" নামে উপস্থাপন করা হবে। এখানে প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজ নিজ পোষাকে সংস্কৃতি উপস্থাপন করবে	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
হাওড় ভিত্তিক পর্যটন	বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের হাওড় পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় যা দূর থেকে সমুদ্রের মতো দেখায়। হাওড়ভিত্তিক Leisure Tourism চালু করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, জেলা প্রসাশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কিছু Leisure Vessel, রেস্টুরেন্ট, রেস্টরুম, ফ্রেশরুম এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে পর্যটকদের ধারণক্ষমতার বিষয়টি পরিকল্পনায় রাখতে হবে।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
ফ্রুট ফেস্টিভাল	গ্রীষ্মকালকে বাংলাদেশে মধুমাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময় বাংলাদেশে মৌসুমি ফল যেমন আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এসময় প্রচুর পরিমাণে আম ও লিচু উৎপাদন হয়ে থাকে। এসময় এসব অঞ্চলে ফ্রুট ফেস্টিবাল আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়

	প্রাথমিকভাবে বিদেশী দূতাবাস, সাংবাদিক, ট্যুর অপারেটর ও স্থানীয় জনগোষ্টিকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	
এগ্রি ফেস্ট	বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর একটি দেশ। বছরব্যাপী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ পন্য যেমন ধান, পাট, গম, নানান ধরণের সব্জি ইত্যাদি উৎপাদন হয়। পূর্বে হেমন্ত মৌসুমে গ্রামে নবান্নের উৎসব আয়োজন করা হতো। বছরব্যাপী বিভিন্ন ফসলের মৌসুমে এগ্রি ফেস্ট আয়োজন করা যেতে পারে যা নবান্ন উৎসবকে পুনর্জীবন প্রদান করবে। এসব ফেস্টে বিদেশী সাংবাদিক, দূতাবাস, ট্যুর অপারেটরদের সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রতিবছর এটি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে আয়োজন করতে হবে	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
এডভেঞ্চার ট্যুরিজম	পার্বত্য চট্রগ্রামে ট্রেকিং রুট তৈরীর মাধ্যমে এডভেঞ্চার ট্যুরিজম প্রচলন করা যেতে পারে। বান্দরবনের নয়নাভিরাম পাহাড়ের সৌন্দর্য্য যেকোন মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মেঘের ভেলায় ভেসে থাকের অপার সুযোগ এখানে রয়েছে। এখানে ক্যাবল কার চালু করা যেতে পারে মালয়েশিয়ের গ্যান্টিং আইল্যান্ড এর আদলে। পার্বত্য চট্রগ্রামে Bungy Jumping, Zip Line, Shooting, mountain bike route, Paragliding এবং কক্সবাজারে Scuva Diving, Parasailing, yacht trip এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে Adventure Tourism কে সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সাংগু, পিয়াইন সহ স্রোতস্বনী পার্বত্য নদীতে রিভার র‍্যাপ্টিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাংলা চ্যানেলে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়জন করা যায় যেখানে প্রচুর বিদেশী সাঁতারুদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়

ফিসিং পোর্ট বেইজড ট্যুরিজম	বাংলাদেশ মৎস্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। বাংলাদেশে মাছের একটি বিরাট অংশের উৎস্য সমুদ্র। আর এই সামুদ্রিক মাছ বিকি কেনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রচুর ফিসিং পোর্ট। এ পোর্টকে কেন্দ্র করে পর্যটন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। বিশেষ করে চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, চাদপুর এ অবস্থিত পোর্টে পর্যটকদের জন্য কর্ণার করা যেতে পারে যেখানে লাইভ ফিস আইটেম প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া এখানে গেম ফিসিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিছু শিপ বা নৌকা থাকবে যারা পর্যটকদের গভীর সমুদ্র নিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা করে দিবে	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
Rural Tourism	বাংলাদেশের গ্রামগুলো নানা সৌন্দর্য্যে ভরপুর। গ্রামের মানুষের জীবনাচার, খাবার, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, খেলাধুলা, হরেক রকম পিঠাপুলি ও প্রকৃতি যেকোন মানুষকেই বিমোহিত করবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে কিছু গ্রামকে নির্বাচন করে সেখানে বিদেশী সাংবাদিক, দূতাবাসের কর্মকর্তা ও ট্যুর অপারেটরদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
Road to Bangla Cusuine	ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ঢাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বাংলা খাবার পাওয়া যায় যা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে অনন্যভাবে পরিচয় করে দিতে পারে। পুরান ঢাকা্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন বিরিয়ানী, বাকরখানী, মোরগ পোলাও, কাবাব, লাচ্ছি ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিশেষ করে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার এলাকায় হাজির বিরিয়ানি, কাবাব, বিউটির লাচ্ছি, বাকরখানিসহ নানাবিধ বাংলা খাবার পাওয়া যায়। এজন্য এধরণের সড়ককে Road to Bangla Cusuine হিসেবে ব্রান্ডিং ও প্রচার করা যেতে পারে।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
গ্রাম্য মেলা ও উৎসব	বাংলাদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন মেলা হয়ে থাকে। এসকল মেলার কোনটি আবার ৪০০ বছরের অধিক প্রাচীন। এসকল মেলাগুলোকে কেন্দ্র করে পর্যটন	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়

	বিকাশের সুযোগ রয়েছে। বগুড়ার পোড়াদহ মেলা, সুন্দরবনের রাস মেলা, ঢাকার সাকরাইন উৎসব, নারায়গঞ্জের লাঙ্গালবন্দ পূন্যস্নান ও কারুশিল্প মেলা, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দির উৎসব, সুনামগঞ্জের পোলো দিয়ে মাছ ধরা উৎসব, নড়াইলের সুলতান মেলা ইত্যাদিকে পর্যটকদের নিকট সঠিকভাবে উপস্থাপন ও পর্যটকদের জন্য Basic Amenities ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যটন পন্য তৈরী করা যায়।	
ট্যুরিস্ট সার্কিট	বাংলাদেশে বিদ্যমান বৌদ্ধ সম্প্রাদায়ের প্রাচীন প্রত্নতত্ব, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রত্নতত্ব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ব নিয়ে সার্কিট গঠন করা যায় যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত নেপাল ও ভুটানকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
ইকো ট্যুরিজম	ইকো ট্যুরিজম বর্তমান বিশ্বে অন্যতম পর্যটন ধরন। বর্তমান বিশ্বব্যাপী টেকসই পর্যটন প্রসারে প্রত্যেকে কাজ করছে। ইকো ট্যুরিজম টেকসই পর্যটন নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে সুন্দরবণ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ইকো ট্যুরিজম চালু করা যেতে পারে। তবে সুন্দরবনের Tourist Carrying Capacity (TCC) পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
হিস্ট্র বেইজড ট্যুরিজম	বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ভাষা আন্দোলন এক অনন্য অর্জন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনা কেন্দ্রিক হিস্ট্রি বেইজড ট্যুরিজম চালু করা যায়। জাদুঘরে একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি তাঁর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন এবং সেসময়কার সামগ্রীক পরিস্থিতি উপস্থাপন করবেন।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়

রিভারাইন ট্যুরিজম	বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে নদীকে কেন্দ্র করে River Vessel এর মাধ্যমে পর্যটকদের আকর্ষিত করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি প্যাডেল স্টিমার চালু আছে যা নদীর একটি বড় রুটকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। বাংলাদেশ এধরণের আরো স্টিমার চালু করা যেতে পারে যা স্বল্প ও দীর্ঘদূরত্ব এ চলাচল করবে।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
Folk Fest	বাংলাদেশের লোকসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে Folk Fest আয়োজন করা যেতে পারে। প্রথমে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে জতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন দেশ হতে লোকশিল্পীদের যুক্ত করা যেতে পারে।	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়
Wildlife Tourism	বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৭.৪% বনভূমি রয়েছে। এর কোনটি প্রাকৃতিক আবার কিছু প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের বনভূমির একটি বিরাট অংশ ম্যানগ্রোভ, উপকূলীয় ও পাহাড়ী বনভূমি। এসব বনে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রানী। যেমন সুন্দরবণের জগতবিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, কুমির ইত্যাদি, পাহাড়ী বনভূমিতে রয়েছে হাতি, বানর বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ, পাখি ইত্যাদি। পর্যাপ্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে Wild Life Tourism চালু করা গেলে এখানে বিদেশী পর্যটক যেমন গবেষক, ছাত্রছাত্রী, উদ্ভিদবিদ, প্রানীবিদদের সমাগম হবে	বিটিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়

এছাড়াও বাংলাদেশে কমিনিউটি বেইজড ট্যুরিজম, রিলিজিয়াস ট্যুরিজম, মেডিকেল ট্যুরিজম বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে পর্যটন পণ্য সমৃদ্ধ করা যায়।

বাজারজাতকরণ কৌশল:

বাংলাদেশ ট্যুরিজিম বোর্ড বিভিন্ন দেশে আয়োজিত পর্যটন মেলায় ট্যর অপারেটরসহ অংশগ্রহণ করে। এসকল মেলায় ট্যুর অপারেটরগণ b2b সেশনের মাধ্যমে ট্যুর প্যাকেজ পেয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ডিজিটাল মার্কেটিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেখানে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ উপস্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক পর্যটকের নিকট পৌছানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর ফেম ট্যুর আয়োজন করে যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করা হয়। বিদ্যমান বাজারজাতকরণ কৌশলের বাইরে নিম্নবর্ণিত কৌশল আরোপ করা যেতে পারে। তবে সর্বাগ্রে পার্শবর্তী দেশ যেমন ভারতের বাংলাদেশ ভ্রমণে ভিসা সহজীকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত ভারতীয় রাজ্যগুলোতে অধিক ভিসা সেন্টার চালু করতে হবে এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর কার্যালয় চালু করা যায়।

১। ট্যুরিজম বিষয়ক রোডশো
২। ট্যুর অপারেটর কানেক্টিভিটি প্রোগ্রাম
৩। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার হতে স্পেশাল অফার
৪। হোটেল মোটেল রিসোর্ট এর অফার
৫। বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসব সোর্স মার্কেটে উদযাপন
৬। স্বল্প দূরত্বের দেশসমূহের মেলায় অংশগ্রহণ
৭। এগ্রেসিভ ডিজিটাল মার্কেটিং
৮। আকর্ষণীয় ভিডিও প্রস্তুতকরণ এবং প্রচার
৯। ট্যুরিজম এম্বাসেডর নির্বাচন
১০। বাংলাদেশের ক্রিকেট ফুটবল টেনিসসহ অন্যান্য খেলাধুলার মাধ্যমে

উপসংহার:

পর্যটন একটি বহুমুখী শিল্প। এ শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছের নানা পেশা, শিল্প, প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে পর্যটন পণ্যের আকর্ষণীয় উপস্থাপন, বাজার চিহ্নিতকরণ ও সম্প্রসারণ, নতুন পণ্য নির্বাচন এ সক্ষম হবে।